অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে সরকারের সফলতা

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০৯ সালের ১.৩৯% থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১.৩% হয়েছে।
- মোট প্রজনন হার (মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা) ২০০৯ সালের ৩.২ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.৩ হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৯ সালের ৫৫.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬২.৪% হয়েছে।
- মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ২০০৯ সালের ৩২০ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১৭৬ হয়েছে।
- শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০০৯ সালের ৮৮ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ৪৮ হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ রয়েছে।
- ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৯৯ জন কর্মকর্তা ও ১০৮২৪ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- নতুন ৮৯টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং জরুরী প্রসূতীসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- নতুন ২০৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে যা ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগনকে সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে।
- ২২০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নরমাল ডেলিভারী সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা মাতৃমৃত্যু হ্রাসে বিশেষ অবদান রাখছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবকে উৎসাহিত করার জন্য **"মায়ের ব্যাংক"** চালু করা হয়েছে।
- সেবা কেন্দ্রসমূহে নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ পর্যায়ক্রমে চালু করা হচ্ছে।
- ১৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১৮৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে "কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য কর্ণার" চালু করা হয়েছে।
- সারাদেশব্যাপী সেবাকেন্দ্র হতে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ও ২২ রকমের ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী ও অন্যান্য ঔষধ এর মাঠপর্যায়ে সরবরাহ ও মজুদ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- সরকারী ক্রয়/সংগ্রহ কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে 'ই-টেন্ডারিং' চালু করা হয়েছে।

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর